ডিসেম্বর নির্বাচন ঠেকাতে অস্থিরতা তৈরির অভিযোগ করেছেন জয়নুল আবেদীন ফারুক।



সংগৃহীত ছবি

প্রধান উপদেষ্টা যখন ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করার কথা জানান, ঠিক তখন থেকেই দেশে একের পর এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক।

শনিবার (১২ জুলাই) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, মিটফোর্ড এলাকায় ভাঙারি ব্যবসায়ী লাল চাঁদ সোহাগ হত্যার ঘটনায় বিএনপির অঙ্গসংগঠন ছাত্রদল ও যুবদল সংবাদ সম্মেলন করে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। তিনি যে হারুন ও বিপ্লবের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, তা নিয়ে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অভিযুক্তরা কোথায় আছে, কেন তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না—তা জনগণের সামনে স্পষ্ট করতে হবে।

জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, সোহাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তিনি এও উল্লেখ করেন যে, অতীতে ব্লগার অভিজিৎ হত্যার সময় আওয়ামী লীগ অভিযুক্তদের দল থেকে বহিষ্কার করেনি, অথচ বিএনপি নিজেদের দায় স্বীকার করে সাহসিকতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়েছে। তারেক রহমান বিষয়টি জানার পরপরই অভিযুক্তদের আজীবনের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করেছেন।

তিনি আরও বলেন, লন্ডনে তারেক রহমান ও প্রধান উপদেষ্টার মধ্যে যে বৈঠক হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের যে প্রস্তুতি চলছে, এসবকে ব্যাহত করতেই একটি মহল চক্রান্ত করছে। নির্বাচন কমিশন যখন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার ঘোষণা দেয়, ঠিক তখনই নানা ধরনের হত্যাকাণ্ড ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

তার মতে, এখন সবচেয়ে জরুরি হলো একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করা। এজন্য প্রধান উপদেষ্টাকে সকল ধরনের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের ঊর্ধ্বে উঠে, তার ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করতে হবে এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশবাসী এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।